মহেশপুর সীমান্তে বিএসএফ’র রাবার বুলেটে বাংলাদেশী যুবক গুরুতর আহত

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে বিএসএফ’র ছোড়া রাবার বুলেটে রুবেল হোসেন (৩১) নামের এক বাংলাদেশী যুবক আহত হয়েছে।
সোমবার (৪ আগষ্ট) রাতে উপজেলার শ্যামকুড় সীমান্তে এ ঘটনা ঘটে। আহত রুবেল শ্যামকুড় মাঠপাড়ার মজিবর রহমানের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, সোমবার রাতে রুবেল কয়েকজনকে সাথে নিয়ে অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করে। সেসময় পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার হাসখালী থানার মাহেন্দ্রক্যাম্পের বিএসএফের টহলদল তাদের উপর রাবার বুলেটে ছোড়ে। এতে রুবেল গুলিতে আহত হয়। সেসময় তার সঙ্গীরা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে জীবননগর পরে যশোর মেডিকেলে ভর্তি করে। সেখানে তার শারিরীক অবস্থার অবনতি হলে রাতেই তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।

৫৮ বিজিবির সহকারী পরিচালক মুন্সি ইমদাদুল ইসলাম বলেন, একজন আহত হয়েছে। তিনি বর্তমানে ঢাকায় আছে। তার পরিবারের সাথে আমাদের কথা হয়েছে।

জীবননগর সীমান্ত থেকে এক বাংলাদেশীকে ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার বেনীপুর সীমান্ত থেকে বিএসএফ বদরউদ্দীন নামে এক বাংলাদেশীকে ধরে নিয়ে গেছে।

আজ বুধবার বেলা ১১টার সময় ভারতের নোনাগঞ্জ ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা তাকে ধরে নিয়ে যায়। বদরউদ্দীন (২৬) জীবননগর উপজেলার

বেনীপুর গ্রামের স্কুল পাড়ার আব্দুল করিমের ছেলে।

গ্রামবাসী জানায়, বদরউদ্দীন গতকাল বুধবার বেলা ১১ টার সময় বেনীপুর গ্রামের ডিসপুট মাঠ দিয়ে অবৈধভাবে ৫-৬ মানুষ (ধুর) পাচার করছিলো। এক পর্যায়ে ভারতের নোনাগঞ্জ বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা তাদেরকে ধাওয়া করে। এ সময় অন্যরা অন্যরা পালিয়ে গেলেও বিএসএফ বদরউদ্দীনকে ধরে ফেলে। পরে বিএসএফ সদস্যরা বদরউদ্দীনকে নোনাগঞ্জ ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়।

বেনীপুর গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য রবিউল হোসেন বলেন, গতকাল বুধবার বেলা ১১ টার দিকে বিএসএফ এক বাংলাদেশীকে ধরে নিয়ে গেছে।

মহেশপুর-৫৮ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্নেল রফিকুল আলমের (পিএসসি) সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, আমরা অসমর্থিত সূত্রে জানতে পেরেছি বিএসএফ এক বাংলাদেশীকে ধরে নিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে আমরা বিএসএফের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছি।

মহেশপুর সীমান্তে বিএসএফ’র গুলিতে আহত বাংলাদেশী যুবকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে বিএসএফ’র গুলিতে আহত বাংলাদেশী যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

গত ১৭ মে মহেশপুর সীমান্তের শ্যামকুড় “চেয়ারম্যান ঘাট” এলাকায় এই গুলির ঘটনা ঘটে। নিহত বাংলাদেশী যুবকের নাম নাসির উদ্দীন (৪৪)। নাসির উদ্দীন মহেশপুর উপজেলার শ্যামকুড় পশ্চিমপাড়ার লুৎফর রহমানের ছেলে। ১৩ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর শুক্রবার (৩০ মে) ভোরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

নাসির উদ্দীনের প্রতিবেশীরা জানান, গত ১৭ মে শ্যামকুড় গ্রামের নাসির, একই উপজেলার পদ্মপুকুর গ্রামের বর্ডার রিপন ও অনন্তপুর

গ্রামের সোহাগ ভারত সীমান্তে গেলে পাখিউড়া বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা তাদের লক্ষ্য করে প্লাস্টিক বল এ্যামিনেশন (ছররা গুলি) নিক্ষেপ করে। গুলিতে নাসিরসহ তার দুই সহযোগী আহত হন। বিষয়টি গোপন রেখে গুলিবিদ্ধরা গোপনে চিকিৎসা নেন। অন্য দুইজন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেও নাসির মারা যান।

স্থানীয় শ্যামকুড় ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের মেম্বর শহিদুল ইসলাম জানান, গত ১৭ মে সীমান্তের “চেয়ারম্যান ঘাট” এলাকায় নাসির গুলিবিদ্ধ হন। সীমান্ত এলাকায় গেলে ভারতের পাখিউড়া বিএসএফ’র সদস্যরা তাকে গুলি করে। পেটে ও বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে নাসির অত্যান্ত গোপনে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ১৩ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর শুক্রবার (৩০ মে) ভোরে তিনি মারা যান।

নিহত নাসিরের প্রতিবেশি চাচা শ্যামকুড় ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শাহানুর বলেন, ভাতিজা মারা গেছেন এটা সত্য, তবে কিভাবে মারা গেছেন তা আমি জানিনা। শুক্রবার জুম্মাবাদ তার দাফন হয়েছে বলেও তিনি নিশ্চিত করেন।

মহেশপুর ৫৮ বিজিবির অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল রফিকুল আলম বলেন, ঘটনা জানতে পেরে আমরা সেখানে বিজিবি পাঠিয়েছিলাম কিন্তু নাসির উদ্দীন বিএসএফের গুলিতে আহত হয়েছিল কিনা তার সত্যতা পাওয়া যায়নি এবং পরিবারের পক্ষ থেকে এমন কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য এর আগে গত ১১ এপ্রিল বাঘাডাঙ্গা গ্রামের রমজান আলীর ছেলে ওয়াসিম ও ২৭ এপ্রিল একই উপজেলার গোপালপুর গ্রামের হানিফ আলীর ছেলে ওবাইদুর রহমান বিএসএফ এর গুলিতে নিহত হন। দেড় মাস পেরিয়ে গেলেও বিএসএফ দুই বাংলাদেশীর লাশ এখনো ফেরৎ দেয়নি। তবে বিজিবি বলছে নিহত দুই বাংলাদেশীর লাশ বিএসএফ ভারতীয় পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে। এ কারণে লাশ ফেরৎ পেতে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

মহেশপুর সীমান্তে বিএসএফ’র গুলিতে বাংলাদেশী যুবক নিহত

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তের ওপারে ভারতের অভ্যন্তরে ওবাইদুর রহমান নামে এক যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে বিএসএফ।

রোববার (২৭ এপ্রিল) সকালে ভারতের চব্বিশ পরগনা জেলার মধুপুর নামক স্থান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে ভারতের পুলিশ। নিহত ওবাইদুর মহেশপুর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের হানেফ মন্ডলের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, গেলো রাতে মহেশপুর উপজেলার গোপালপর গ্রামে ৭/৮ জন লোক অবৈধভাবে ভারতে যায়। রাত দেড়টার দিকে তারা বিএসএসএফের সামনে পড়ে। সেসময় বিএসএফ তাদের দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। তখন তারা পালিয়ে আবারো বাংলাদেশের ভিতরে চলে আসে। কিন্তু ওবাইদুর রহমানসহ দু’জন আসতে পারে না। ওবাইদুর রহমানকে বিএসএফ ধরে ফেলে। বিএসএফ তাকে বস্তায় জড়িয়ে অমানুষিক নির্যাতন করে গুলি করে হত্যা করে।

সকালে ভারতের অভ্যান্তরে মধুপুর নামক স্থানে একজনের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসি। ওই মৃতদেহটি ওবাইদুর রহমানের হতে পারে বলে সুত্র জানিয়েছে। মৃতদেহটি ভারতের বাগদা থানার পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। আরেকজনের খবর এখনো পাওয়া যায়নি। তবে এ বিষয়ে বিজিবির পক্ষ থেকে কিছুই জানানো হয়নি।

মহেশপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইয়াসমিন মনিরা জানান, ভারতের অভ্যন্তরে একজনের লাশ পড়ে আছে বলে আমি বিজিবির মাধ্যমে জানতে পেরেছি।

মহেশপুর সীমান্তে মাদকদ্রব্য ও

বাংলাদেশী নাগরিক আটক

ঝিণাইদহের মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধীনস্থ নিমতলা বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকার মেইন পিলার-৭৪/২-এস হতে বুধবার বিকাল আনুমানিক ২.১৫ মিনিটের সময় সীমান্তের ৬০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রাঙ্গেরপোতা গ্রামের মাঠের ভুট্টা ক্ষেতের মধ্যে হতে নায়েব সুবেদার মোঃ একরামুল হক এর নেতৃত্বে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে আসামী বিহীন ৩৬ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়।

অপরদিকে কুসুমপুর বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার-৬১/১৬-আর হতে বুধবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৭.৩৫ মিনিটের সময় ৩০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চাপাতলা গ্রামের মোঃ রফিকুল ইসলাম এর গোলাপ বাগানের সামনে পাকা রাস্তার উপর নায়েব সুবেদার মোঃ আবুল হাসান খান এর নেতৃত্বে নিয়মিত টহল পরিচালনা করে বাংলাদেশী নাগরিক শিমুল মল্লিক (৪৭) নামের একজনকে আটক করে। আটককৃত ব্যক্তি চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার ডাবুয়া গ্রামের অরুন মল্লিকের ছেলে জানান।

মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, সিমান্তে পৃথক দুটি অভিযানে আসামীবিহীন ৩৬ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল উদ্ধার ও বাংলাদেশী নাগরিক শিমুল মল্লিক নামের একজনকে আটক করা হয়। আটককৃত ব্যক্তিকে মহেশপুর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

মহেশপুর সীমান্তে আটক ২ বাংলাদেশীকে ফেরত দিল বিএসএফ

ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় আটক দুই বাংলাদেশীকে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

গতকাল মঙ্গলবার (১১মার্চ) বিকালে ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার

বাঘাডাংগা বিওপি, সুন্দরপুর কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাঁদের ফেরত দেওয়া হয়।

এরা হলেন, নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ভুইগড় উত্তর পূর্ব পাড়া গ্রামের মৃত শ্রীদাম বিশ্বাসের ছেলে শ্রী শ্যামল কুমার ৯(৬৬) ও একই উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের হরিদয়াল সরকারের ছেলে শ্রী রতন সরকার (৫৮)।

গতকাল মঙ্গলবার রাত ১২ টায় বিজিবির প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, হস্তান্তরের সময় বিএসএফ সদস্যরা জানিয়েছেন অবৈধভাবে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় দুইজনকে আটক করা হয়। পরে তাদের বাংলাদেশে ফেরত দেওয়ার জন্য বিজিবিকে আহব্বান জানায় বিএসএফ। জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই বাছাই করে বিএসএফের কাছ থেকে তাঁদের গ্রহণ করে বিজিবি।

পরে মঙ্গলবার রাতেই ২ জনকে মহেশপুর থানায় পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকে বিজিবির পক্ষে নেতৃত্ব দেন বাঘাডাংগা কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার আসাদুজ্জামান বিশ্বাস।

মহেশপুরে সীমান্ত পারাপারের সময় ৫ বাংলাদেশী আটক

ঝিনাইদহের মহেশপুরে সীমন্ত থেকে অবৈধ মাদকদ্রব্য আটক করেছে মহেশপুর (৫৮বিজিবি)’র টহল দল।

শনিবার (২৫ জানুয়ারি) ৫৮ বিজিবির মিডিয়া সেলের এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে জানান, গত ২৪ জানুয়ারি শুক্রবার রাত সাড়ে ১১ টার দিকে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধীনস্থ লড়াইঘাট বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার-৬০/১৩৭-আর হতে আনুমানিক ২০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নয়াপাড়া কাঁচা রাস্তার পাশে আম বাগানের মধ্যে হতে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে আসামীবিহীন ৩৮ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়েছে বলে।